এক জীবনের গল্প

স্বর্ণ মৃগ

-মিজান উদ্দীন খান (বাবু)

মায়মুনা খালা মায়ের কাছে চিঠি লিখেছেন - বোন খুকী’ আশা করি খোদার ফজলে ভালই আছিস। তুই যে ভাতের মোঁচা পাঠিয়েছিস তা অত্যন্ত সু-স্বাদু হয়েছে। বিশেষ করে মরিচ পোঁড়ার স্বাদ অ-সাধারণ হয়েছে। তবে বরই আচার তেমন ভাল হয়নি, মশলার কাজ অতি নিম্ন মানের আর বরই গুলো ও কেমন নিম্ন জাতের চেহারার। যাক এক সময় তোকে আচার পদ্ধতি শিখিয়ে দেবো, ইন্‌শাআল্লাহ। এবার কাজের কথায় আসছি- মরিয়মের (কাজের মেয়ে) মতি গতি ইদানিং ভাল ঠেকছেনা। সে সিনেমার মেয়েদের মত চুল কেটেছে, ভ্রু’ তুলেছে, কড়া লিপষ্টিক মাখে আর কথা বলার সময় বিভিন্ন ভঙ্গি করে চোখ নাচায়। ইবলিশ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শুকনো কাপড় আনার ছলে ছাঁদে উঠে সন্ধ্যা উতরিয়ে গেলেও ছাঁদ থেকে নামার নাম করেনা। মনে হয় কোন খবিস ছোকরার পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছে। বোন তুই শুনলে আশ্চর্য হবি এই দুষ্ট মেয়েকে আমি দুই মাসের মধ্যে ২ জোড়া সেন্ডেল কিনে দিয়েছি। সে ১ জোড়া বিক্রি করে কটকটি খেয়েছে, অন্য জোড়া আগুনে পুড়িয়ে ফুল্‌কি দেখেছে। কত বড়ো বজ্জাত। মরিয়মের জন্য একজন নামাজি ছেলের সন্ধান করিস, বিয়ের যাবতীয় খরচ আমার। (মরিয়মকে আমি রান্না-বান্নায় বিশেষ দক্ষ করেছি, তার রান্নাও বেশ চমৎকার। সে উজ্জল শ্যামলা’ স্বাস্থ্যবতি মেয়ে।)

আচ্ছা আজগরের মা’র খবর কি? তার দিকে একটু কড়া দৃষ্টি রাখিস, বলা যায় না কোন দিকে আবার কি অনিষ্ট করে। নিচু বংশের মহিলাকে নিয়ে এ এক জ্বালা। আমার কালিমার (মায়ের কাছে রেখে যাওয়া খালার চতুর্থ নম্বর মুরগী) দিকে নজর রাখবি, সে খুব অভিমানি। তাকে একটু ভালো খাবার দিবি, সামনেই তার ডিম দেয়ার সময় আসছে।

নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখবি। অল্প খাবি, এবং হাঁটা হাঁটি করবি। গ্রামের পাঁজি কথা লাগানী’ বেটিদের কাজ থেকে দূরে থাকবি। ছেলেদের জন্য দোয়া করছি। তোর বড় বোন- মায়মুনা খানম। রুম ঘাটা বাই লেইন, দেওয়ান বাজার, চাঁটগা।
খালার’ চিঠির বিস্তারিত আমি লিখতে পারিনি। কারণ প্রধানত: সত্য ঘটনা এবং উনি আজ মরহুমা।

(দুই)

দ্বিতীয়ত: খালা যদিও মাকে নিয়মিত লিখতেন তবুও দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদে আজ এতদিন পর সবটা মনে রাখতে পারিনি ।

মায়মুনা খালা মা'র আপন ফুফাতো বোন ছিলেন । খালারা তিন বোন' সবাই স্বভাব কবি । খালার ছোট বোন সদ্য প্রয়াত আজিজা খানম একজন দক্ষ হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক ও ছিলেন । খালাদের তিন বোনের জীবন অত্যন্ত বর্ণাট্য ছিলো । নিজেদের গড়া ভুবনে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতিতে উনারা বেশ ছিলেন । আজ তিন বোনের মধ্যে দুই বোন অন্য জগতের বাসিন্দা' এক বোন আনিছা খালা হয়তো বোনদের স্মৃতি রোমন্থন করেই জীবনের শেষ দিনগুলো পার করছেন । এবঙ কি যাতনা বিষে' বুঝিবে সে কিসে.... ।

খালার সাহেব(স্বামী) জনাব মরহুম শরাফত উল্লাহ খান একজন ছহি মুসলমান ছিলেন । উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবীতে বি, এ অর্নাস(ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট) ছিলেন । একজন সেট্'লমেন্ট্ ডিস্ট্রিক্ ম্যানেজার হিসেবে অবসর প্রাপ্ত হবার পর জনাব মরহুম খান দীর্ঘ দিন চুনতির বড় মৌলবী মসজিদের ইমামের দায়িত্ব ও পালন করেছেন । ব্যক্তিগত জীবনে জনাব মরহুম শরাফত উল্লাহ খান একজন সৎ এবং নির্ভেজাল লোক ছিলেন ।

নি:সন্তান মায়মুনা খালার মমতার পরশ ছুঁয়ে গেছে অনাথ ভিখারী নি:স্ব সব প্রাণ জনে । খালা একজন পর্দানশীল খানম হলে ও উনার সাহেব যেহেতু বাজারে যাওয়া পছন্দ করতেন না, তাই খালাকে ঐ দিকটা ও সামলাতে হতো । খালা' শীতে গ্রীস্মে সারা মৌসুমে ফুল হাতা সোয়েটার আর পায়ে উলেন মোজা পরতেন । হালকা লিকারের চা আর সল্ট বিস্কিট খালার পছন্দনীয় হলেও উনি একজন নিরামিষভোজী ছিলেন । অবসরে খালা কি করতেন তা আমার জানা হয়ে উঠেনি কখনো । **যখনি দেখেছি তারে- শত কাজের চাপে' নুয়ে আছেন যেন - সংসার নামের ঘন কালো নিকষ আঁধারে ।**
কল্প কাহিনী নিয়ে সরস গল্প অনেক লেখা হয়েছে । খালার ব্যতিক্রম জীবন চরিত্র আমায় মুগ্ধ করেছে ।এ প্রয়াস হালকা রসিকতা নিশ্চয় নয় । বাকিটা নির্ভর করছে পাঠক আপনার ভাল লাগা, না লাগার উপর ।

শেষ ।

....